একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

[একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক, টেকসই, নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়নই দেশের উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি। উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃত। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ'খাত (স্থল-পথ পরিবহণ; পানি পথ পরিবহণ; আকাশপথ পরিবহণ; সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগাযোগ উপ-খাত সমন্বয়ে গঠিত) -এর অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৪৯ শতাংশ ও ৬.০৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১১.৪৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯৯ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশ- বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস, সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। আকাশ পথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সাবমেরিন কেবল-এর মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো।]

দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবে জিডিপিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত (স্থল পথ পরিবহণ; পানি পথ পরিবহণ; আকাশপথ পরিবহণ; সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগাযোগ উপ-খাত সমন্বয়ে গঠিত)-এর অবদান ১১.৪৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯৯ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৪৯ শতাংশ ও ৬.০৫ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের নিরিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ তাদের উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের দিক থেকে সড়ক অবকাঠামো অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর (সওজ) -এর ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৪৮১ কিলোমিটার সড়ক আছে। মোট সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৫৪৪ কিলোমিটার (১৬%), আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,২৭৮ কিলোমিটার (২০%) এবং বিভিন্ন প্রকারের জেলা সড়ক ১৩,৬৫৯ কিলোমিটার (৬৪%)। এছাড়া, সওজ -এর আওতায় সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৭,৭৪১ টি সেতু এবং ১৩,৭৫১ টি কালভার্ট রয়েছে। পাশাপাশি, বর্তমানে ৫৫টি ফেরীঘাট দিয়ে ১৩৪টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী যান ও ১৬৮টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ -এ দেয়া হল।

সারণি ১১.১ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

অর্থবছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা রোড	মোট
২০০৭	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫*	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। * মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে ১২৩ টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৩ টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ১২৬ টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত আছে। মোট ১২৬ টি উন্নয়ন প্রকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দে পরিমান ছিল ৩,৯৮৮.০৯ কোটি টাকা (তন্মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ২১০.৯১ কোটি টাকা) যার বিপরীতে বাস্তবায়ন কাজে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয় ১,৮৪৮.০৭ কোটি টাকা (তন্মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ১৪০.০৮ কোটি টাকা), যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৬.৩৪ শতাংশ। বিগত অর্থবছরের উল্লিখিত সময়ে আলোচ্য কাজে ব্যয় হয়েছিল বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৪৭.১৭ শতাংশ। এছাড়া, চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সওজ এর আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ১,৩০৬.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার বিপরীতে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৭৭.৭৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫৩.৫৬ শতাংশ।

এছাড়া, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১৩টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্প পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) ৪ লেনে উন্নীতকরণ ও হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ ৪ লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা-সিলেট সড়কের কাঁচপুর-ভুলতা-ভৈরব-আশুগঞ্জ-সড়াইল সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নেটওয়ার্ক দেশের উন্নয়নে ইতোমধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে 'জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি, সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সময়োচিত ও অব্যাহত অর্থ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সড়ক তহবিল বোর্ড আইন ২০১৩' সরকার অনুমোদন করেছে। এছাড়া, সরকার সড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা বিধানে জাতীয় মহাসড়কে Accident Black Spot চিহ্নিত করতঃ ত্রুটিমুক্ত সড়ক ডিজাইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সর্বোপরি, আগামী ২০ বছরের নতুন সড়ক নির্মাণ, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি রোড মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও ফেরীসমূহ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩৬০.৭৮ কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ২৩৮.৫৫ কোটি টাকা টোল হিসাবে আয় হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে পল্লী অঞ্চলে উন্নত অবকাঠামোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামোসহ পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভায় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত প্রায় ৯৯,১৩৩ কিঃমিঃ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১২,৪১,৫৯২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ১,৮৩০ টি গ্রোথ-সেন্টার, ১,৮৮৭ টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২৪,০৬৯ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ২,৬৭৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ -এ দেখানো হল।

সারণি ১১.২ঃ এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	জুন ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮ -০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*	ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৬৪৬৪৯	৪২	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৫৬৫৮৬	৫০৮৬	৩৭৬৯	৩২৭৭	৪০২৩	৪৬১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৮	৩৬৮৬	৯৯১৩৩
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৯৬৪৯১৯	৪০০৬৭	২৯৬০০	৩৩৮০০	২৯৩৬৩	৩৮৫০২	২৬৪১৫	২৭০৫৭	৩২৭০৭	১৯১৬২	১২৪১৫৯২

উৎসঃ এলজিইডি। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৩৩টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৪৬,৪৪৮.০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ সুবিধা ও সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বছরব্যাপী প্রবাহমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে ১৯টি রাবার ড্যাম তৈরি করে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগে এবং পরিবেশ বান্ধব সেচ সুবিধা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতায় জেলা উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২১টি প্রকল্প চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন ৬৯৮.০০ কিঃমিঃ, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ১,০১১.০০ মিঃ এবং ড্রেন নির্মান/পুনঃনির্মাণ ২৫৫.০০ কিঃমিঃ সহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৭ লক্ষ দরিদ্র মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্রে এলজিইডি ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

ঢাকা শহরের যানজট মুক্তকরণের লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের মাধ্যমে ২টি ফ্লাইওভারের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। মগ বাজার মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ৮.২৫কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ফ্লাইওভার এবং খিলগাঁও ফ্লাইওভারের পুল নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্পের আওতায় ৬২০ মিঃ দৈর্ঘ্য লুপের কাজের অগ্রগতি যথাক্রমে ৪৮ শতাংশ ও ৬৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

সড়ক পরিবহণ খাতের সার্বিক তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কাজ করে আসছে। দেশের যান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেসন, উপযুক্ত সনদ প্রদানস্থ মোটর যান অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য রেগুলেটরি দায়িত্ব বিআরটিএ'র উপর ন্যস্ত। বিআরটিএ'র ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৯৫২ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৮২.১৩ শতাংশ)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,২৪৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকৃত আদায় হয়েছে ৬৪৭ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫১.৮০ শতাংশ। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১৫ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত বিআরটিএ-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় নিম্নের সারণি ১১.৩ -এ দেখানো হল।

সারণি ১১.৩ঃ বিআরটিএ-র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার (%)
২০০৫-০৬	৩২৬	৩৩৫	১০২.৭৬
২০০৬-০৭	৩৮২	৪০১	১০৪.৯৭
২০০৭-০৮	৪৪১	৪৯০	১১১.১১
২০০৮-০৯	৫৫০	৬৪৭	১১৭.৬৪
২০০৯-১০	৬৬০	৬৪২	৯৭.৩৪
২০১০-১১	৮৭০	৬৮৫	৭৮.৭৪
২০১১-১২	৯০০	৬৪২	৭১.৩৪
২০১২-১৩	১১০০	৭৭০	৭০.০০
২০১৩-১৪	১১৫৬	৯৫২	৮২.৩৫
২০১৪-১৫*	১২৪৯	৬৪৭	৫১.৮০

উৎসঃ বিআরটিএ। * ১৫ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত।

বিআরটিএ কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি পরিবহন সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা ও গতি আনয়নে, পরিবেশ দূষণরোধে এবং যানজট নিরসনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- National Road Safety Strategic Action Plan ২০১৪-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৩,৫৮৫ জন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১৫ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত ৩,২০০ জন পেশাজীবী গাড়ীচালককে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া হতে পরিবেশকে রক্ষার জন্য মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনসমূহকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
- রেট্রো রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি ও বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও হাইসিকিউরিটি ফিটনেস সার্টিফিকেট চালু করা হয়েছে।
- মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখ থেকে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ফলে গ্রাহক সেবা জনসন্তুষ্টিসহ মোটরযানের কর ও ফি আদায় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বর্তমানে ট্যাক্সি ক্যাব সার্ভিস এর দৈন্যদশা দূর করে ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪ এর আলোকে আধুনিক, যুগপোযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং চট্টগ্রাম মহানগরী ও কক্সবাজার এলাকায় চালু হয়েছে।
- বিআরটিএ'র ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি ইস্যু/নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশে একটি সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৬১ সালে এক অধ্যাদেশ বলে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সারণি ১১.৪ -এ ২০০৫-০৬ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হল।

সারণি ১১.৪ঃ বিআরটিসি'র রাজস্ব আয় ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	অপারেটিং ব্যয়	অপারেটিং সারপ্লাস
২০০৫-০৬	৮৮.৩২	৭৮.৫৮	৯.৭৩
২০০৬-০৭	৯২.৫২	৮৫.৯৬	৬.৫৬
২০০৭-০৮	১০৫.২৭	৯৫.৮৮	৯.৩৯
২০০৮-০৯	৯৯.৬৩	৯৪.৮৮	৪.৭৫
২০০৯-১০	৯৮.৮১	৯১.৩১	৭.৫০
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৪
২০১৪-১৫*	১৪৪.৩১	১৪৩.৬৭	০.৬৪

উৎসঃ বিআরটিসি। * জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ।

বিআরটিসির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১,৫২৯ টি বাস এবং ১৩৮টি ট্রাক রয়েছে। এর মধ্যে যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি ও যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০১০-২০১৩ সাল পর্যন্ত বিআরটিসি'র বাস বহরে বিভিন্ন ধরণের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছিল।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসবহর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৯টি বাস মোট ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় এবং দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিআরটিসি'র ১৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা মিলে যথাক্রমে ৬,১২৫ জন ও ৫,৬২২ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২৩৫টি বাস স্টাফ বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, কোমলমতি শিশুদের যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিতকল্পে মিরপুর-আজিমপুর রুটে ৪টি স্কুল বাস ২৬টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিয়মিত চলাচল করছে।
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবি মহিলাদের দপ্তরে আনা-নেয়ার জন্য বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস চালু করেছে। বর্তমানে কর্মজীবি মহিলা ছাড়াও শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১৭টি ''মহিলা বাস সার্ভিস'' ঢাকার ১৫টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে।
- বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবাহনের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধির পাশাপাশি ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পূর্বের চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি রুট বিআরটিসি যাত্রী সেবার আওতায় আনা হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ৩৬৬টি রুটে (স্টাফ বাসের রুটসহ) বিআরটিসি বাস চলাচল করছে।
- বর্তমানে বিআরটিসি'তে মোট ১৮টি বাস ও ২টি ট্রাক ডিপো পরিচালিত হচ্ছে।

- বিআরটিসি'কে পুরাতন যানবহর এর জীর্ণ দশা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সরকারি ঋণের অর্থ ব্যবহার করে ২০০৯-২০১২ সাল পর্যন্ত সময়কালে মোট ১১১টি পুরনো যানবাহনকে মেরামতের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে যাত্রী সেবায় নিয়োজিত করা হয়। তাছাড়া বিআরটিসি'র নিজস্ব ওয়ার্কশপে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জানুয়ারী, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৩০৩টি পুরাতন বাস মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়।
- বিআরটিসি'র সার্ভিস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ৫৮টি টিকিট কাউন্টারের মাধ্যমে মোট ৩টি রুটে বাস পরিচালিত হচ্ছে।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা মহানগরীর পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা এলাকা নিয়ে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। ডিটিসিএ-এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হচ্ছে-ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে কৌশলগত পরিকল্পনা এবং আন্তঃকর্তৃপক্ষ সহযোগিতা ও সমন্বয় করা, ঢাকায় একটি নিরাপদ সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, জনসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার বাস্তবায়িতব্য পরিবহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত নকশা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ প্রভৃতি।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- **Mass Rapid Transit (MRT) Line-6**: ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর, ২০১২ মাসে উত্তরা-বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড MRT Line-6 (মেট্রোরেল) নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এটি হবে বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় উভয়দিকে প্রায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে। শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) মেট্রোরেলের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আগামি ২০১৯ সালের মধ্যে মেট্রোরেল (লাইন-৬) চালু করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। MRT Line-6 (মেট্রোরেল) বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ
    - Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা মেট্রোরেল এর Detailed Engineering Design, Construction Supervision ও Procurement Works এর কার্যক্রম General Consultant (GC) কর্তৃক কার্যক্রম শুরু;
    - Route Alignment-এর Topographic Survey, Traffic Survey, Geotechnical Survey এর কার্যক্রম সম্পন্ন;
    - মেট্রোরেলের ডিপো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ২২ হেক্টর ভূমি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে বরাদ্দকরণ সম্পন্ন;
    - Basic Design-এর কাজ সম্পন্ন এবং Detail Design-এর কাজ প্রক্রিয়াধীন;
    - Right of Way (RoW) Survey, Historical Importance/Archaeological Survey, Environmental Baseline Survey এবং Utility Survey এর কার্যক্রম চলমান;
    - Institutional Development Consultant (IDC) হিসেবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Oriental Consultant Ltd, Japan চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং কার্যক্রম শুরু;
    - Resettlement Assistant Consultant (RAC) নিয়োগের জন্য জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CCDB (Christian Commission for Development in Bangladesh)-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত;

- **Bus Rapid Transit (BRT) Line-3ঃ** ঢাকা শহরের গণ-পরিবহন উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার (STP) আলোকে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট Clean Air Sustainable and Environment Project (CASE) প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল (রঃ) বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল পর্যন্ত Bus Rapid Transit বা BRT Line-3 বাস্তবায়নে রুটের সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর Detail Engineering Design কার্যক্রম চলমান রয়েছে। BRT Line-3 এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২.৪ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত ষ্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। BRT Line-3 বাস্তবায়িত হলে উভয় দিকে ২০ হাজার লোক প্রতি ঘন্টায় বিশেষ উন্নত মানের বাসের মাধ্যমে গন্তব্য স্থলে যাতায়াত করতে পারবে। এছাড়া, এডিবি'র অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গাজীপুর হতে বিমান বন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার বিআরটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ডিটিসি'র মাধ্যমে বিআরটি প্রকল্প দুটির মধ্যে আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গাজীপুর হতে সদরঘাট পর্যন্ত বিআরটি সিস্টেম ব্যবহার করে যাতায়াত করা সম্ভব হয়।
- **Strategic Transport Plan (STP)ঃ** ডিটিসিবি এর অধীনে ২০০৫ সালে ২০ বৎসর মেয়াদী Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায়, দ্রুত নগরায়ন, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে Strategic Transport Plan (STP) Revision এর লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে।
- **Clearing Houseঃ** SMART Card দিয়ে একই টিকেটে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে দাতা সংস্থার সহায়তায় e-ticketing এর জন্য ডিটিসিএ-তে Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- **Traffic Managementঃ** ঢাকা শহরের ৪টি স্থানে ইন্টারসেকশনের উন্নয়নে এবং ITS ব্যবহারের মাধ্যমে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানে Traffic Management একটি পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে পল্টন, গুলশান-১, গুলিস্তান, মহাখালী মোট ৪টি ইন্টারসেকশন চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ঢাকা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে Traffic Circulation Examining Committee ও Traffic Management Committee গঠন করা হয়েছে।

সেতু বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট সেতু বিভাগের মূল কাজ হলো ১,৫০০ মিটার ও তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। সেতু বিভাগের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

১৯৯৮ সালে যমুনা নদীর উপর ৩,৭৪৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৪.৮ কি.মি. দৈর্ঘ্যের বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের উত্তরাঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। পাশাপাশি ঐ অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। এ সেতু থেকে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের অঙ্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত এ সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের অঙ্ক সারণি ১১.৫ -এ দেখানো হল।

সারণি ১১.৫ঃ বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০৫-০৬	১৩১.১১	১৫৫.৭৪	১১৮.৭৮
২০০৬-০৭	১৪৬.১৯	১৭১.৫০	১১৭.৩১
২০০৭-০৮	১৬৩.০৩	১৯৯.৫৫	১২২.৪০
২০০৮-০৯	১৮১.৫৩	২১২.৪৫	১১৭.০০
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩	৩৩৫.৪০	৩২৫.২০	৯৬.৯৬
২০১৩-১৪	৩৫৮.৯৮	৩২৩.৩৮	৯০.২৩
২০১৪-১৫*	৩৬৫.১৩	*২০৭.৫৭	৫৬.৮৪

উৎসঃ বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষ * জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ।

পদ্মা সেতু

সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে ২০,৫০৭.২০ কোটি টাকা বা ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ অবকাঠামোর বাস্তবায়ন হিসেবে কাজ পুরোদমে চলছে। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু ২০১৮ সাল নাগাদ যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে আশা করা যায়। এরই অংশ হিসেবে মূল সেতু, নদী শাসন, সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়ক এবং ব্রিজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস-এর বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজসমূহের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ (ভৌত অগ্রগতি ৩২%), মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ (ভৌত অগ্রগতি ২৮%), সার্ভিস এরিয়া-২ নির্মাণ (ভৌত অগ্রগতি ২১%) এর কাজ চলমান রয়েছে।
- মূল সেতু নির্মাণ এর soil test ও survey, ঠিকাদারের নিজস্ব স্থাপনা (যেমন অফিস ল্যাবরেটরি, ওয়ার্ক সেড, লেবার সেড এবং হারবার জেটি) এর নির্মাণ, সেতুর সেন্টার লাইন বরাবর নেভিগেশন চ্যানেল ড্রেজিং প্রভৃতি কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ৩টি ড্রেজার, ৩টি ফ্লোটিং ক্রেন, ২টি টাগবোট এবং ১টি এংকর বোট সাইটে এনেছে।
- নদীশাসন কাজের survey এর কাজ চলমান আছে। নদীশাসন কাজের জন্য ৩টি ড্রেজার, ১টি মাল্টিপারপাস শীপ, ১টি টাগবোট এবং ৩টি এংকর বোট ইতোমধ্যে সাইটে পৌঁছেছে।
- ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে পুনর্বাসন খাত হতে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৫১৮.২৬ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন সাইটগুলোতে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ২,৬১৮টি প্লটের মধ্যে ১০৯৭টি প্লট ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্লটগুলোর ব্যাপারে যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।

পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এছাড়া, মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে প্রস্তাবিত এ সেতু এশিয়ান হাইওয়ে (AH-1)-তে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেতুটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি এ সেতু উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনসহ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে হযরত শাহ জালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান "Italian-Thai Development Public Company Limited" এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ আগামী ২০১৯ সালে শেষ হবে আশা করা যায়। এছাড়া, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা জন্য ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে আরও প্রায় ৪৭ কি.মি. নতুন সড়ক যোগ হবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজিকরণ ও যানজট নিরসনসহ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে ৫,৬০০ কোটি টাকা বা ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রায় ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে টানেল নির্মাণে China Communications Construction Company Ltd. এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে চন্দ্রা পর্যন্ত প্রায় ৩৮.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এটি নির্মাণে China National Machinery Import and Export Corporation. এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

খ. রেল যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে একটি পরিবেশ-বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ২,৮৭৭ কিলোমিটার (ব্রড গেজ-৬৫৯ কিঃমিঃ, ডুয়েল গেজ-৪১০ কিমি এবং মিটার গেজ-১,৮০৮ কিমি)। বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর জামতৈল হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত নির্মিত ডুয়েল গেজ রেল ট্র্যাক পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ৪৬ টি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৩,৯৫১.২৭ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের সারণি ১১.৬ -এ তুলে ধরা হল।

সারণি ১১.৬ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থবছর	যাত্রী পরিবহণ কিমি হিসাবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কিমি হিসাবে (মিলিয়ন)	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০৫-০৬	৪৩৮৭.৪৪	৮২০.৪৮	৫৫১.২৮	৯৬০.১৭
২০০৬-০৭	৪৫৮৬.০৩	৭৭৫.৫৭	৫৫৫.২৪	৯৩৩.১২
২০০৭-০৮	৫৬০৯.২৪	৮৬৯.৫০	৬৭৪.২৫	১০৮৮.৫৪
২০০৮-০৯	৬৮০০.৭৩	৮০০.১৫	৭৩৭.৯২	১১৭২.৭৪
২০০৯-১০	৭৩০৫.০০	৭১০.০০	৬৭৩.১৬	১২৫৭.২০
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৭৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪৬	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.০০	৫২৫.০০	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪	৮১৩৫.০০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে সফল করা এবং পেশাগত দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন অর্পণ ও এর পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এডিবি'র সহায়তায় অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণের বিশেষ কার্যক্রমসহ নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ ও নিয়মিত অবসর গ্রহণের মাধ্যমে কর্মচারী সংখ্যা হ্রাস;
- অলাভজনক শাখা লাইন, স্টেশন, ওয়ার্কসপ, সেড ইত্যাদি এবং অলাভজনক যাত্রিবাহী গাড়ি বন্ধ করা;
- পাবলিক সার্ভিস অবলিগেশন (পিএসও) চালু করা;
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ট্যারিফ নির্ধারণ এবং
- রেলওয়ের কার্যক্রমে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণ।

রেলওয়ে খাতের সার্বিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য এডিবি'র সহায়তায় ২৫২৭.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম গুলোর মধ্যে রয়েছেঃ (ক) সিগন্যালিংস্থ টংগী-ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ এবং (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার। ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েকে যুগোপযোগীকরণ এবং আধুনিকায়ন এ সকল কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

গ. নৌ-যোগাযোগ

সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে নৌ-পথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌ-পরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। এগুলো হলোঃ (১) চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, (২) মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, (৩) বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, (৪) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, (৫) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), (৬) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিটিসি), (৭) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি), (৮) মেরিন একাডেমী, (৯) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, (১০) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, (১১) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং (১২) গভীর সমুদ্র বন্দর। এ দপ্তর/সংস্থাগুলোর মধ্যে কতিপয় সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধির হার বর্তমানে গড়ে ১২ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশ। এ বন্দরে ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাহাজ আগমন করে যথাক্রমে ২,১৩৬টি ও ২,২৯৪টি। উক্ত জাহাজসমূহের মাধ্যমে যথাক্রমে ৪৩৩.৭২ লক্ষ মে.টন ও ৪৭২.৯৯ লক্ষ মে.টন মালামাল এবং ১৪,৬৮,৭১৩ T.E.Us ও ১৬,২৫,৫০৯ T.E.Us কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এ বন্দরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, আধুনিক এবং দক্ষ করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বন্দরের কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রুপান্তর করার লক্ষ্যে CTMS (Computerized Container Terminal Management System) ও VTMIS (Vessel Traffic Management Information System) প্রবর্তন করা হয়েছে। তৈল জাতীয় পণ্য খালাসের জন্য ডলফিন জেটি নির্মাণ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আওতায় Environmental Cleaning and Restoration Vehicle সংগ্রহ সিমুলেটর স্থাপন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (৪৫০০ বিএইচপি) টাগ এবং ১০০০ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার সাপ্লাই ভেসেল

সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বন্দরের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত তিন বছরে ৫৭টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্ণিত উদ্যোগের ফলে বন্দরের কন্টেইনার জাহাজ ও কন্টেইনারের গড় অবস্থান কাল হ্রাস পেয়ে কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়েছে। পাশাপাশি, সরকার কর্তৃক প্রতিবেশী দেশ সমুহকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সারণি ১১.৭ -এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হল।

সারণি ১১.৭ঃ চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৫-০৬	৭৪১.১৩	৩৭৬.১১	৩৬৫.০২
২০০৬-০৭	৮৩০.০২	৪৫১.২৬	৩৭৮.৭৬
২০০৭-০৮	১০৫৭.০৪	৪৪৭.১৬	৬০৯.৮৮
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫০৮.৯৩	৬৬৪.৬৫	৮৪৪.২৮
২০১২-১৩	১৫৭৮.৯৪	৮০২.৫৯	৭৭৬.৩৫
২০১৩-১৪	১৬৪২.১০	১৩৪০.৭৩	৩০১.৩৭
২০১৪-১৫	৯৬৪.০৩	৭৭৯.৯০	১৮৪.১৩

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়। *ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা বন্দরের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। এ বন্দরে ৩৫,৭৫২ বর্গ মিটার এলাকায় বিস্তৃত ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ডে এক উচ্চতায় ২,১৮০ টিউজ (TEUs) কন্টেইনার সংরক্ষণ এবং ৪টি ট্রানজিট শেড ও ২টি ওয়ারহাউজে ৩৩,২৫৮ মেট্রিক টন কার্গো গুদামজাতকরণের সুবিধা রয়েছে। বিদ্যমান সুবিধায় মংলা বন্দর দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং নেপাল ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বাণিজ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত এ বন্দর দিয়ে মোট ৩০.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য, ২৭,০৭৮ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে এবং ১০৪.৭৩ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। সারণি ১১.৮ -এ ২০০৫-০৬ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হল।

সারণি ১১.৮ঃ মংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/ লোকসান
২০০৫-০৬	৪৭.২৫	৫৬.৬৪	(-) ৯.৩৯
২০০৬-০৭	৪৯.৩৪	৫৫.৫৩	(-) ৬.১৯
২০০৭-০৮	৪৭.৭০	৪৭.৬৫	০.০৫
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪৩	২.৯৭
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২-১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩-১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১০৪.৭৩	৬৯.১৯	৩৫.৫৪

উৎসঃ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর মংলা-এর উন্নয়নের জন্য মোট ৬০৩.৬৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পগুলির জন্য ৬৬.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর অধীনে ৮৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এবং আনুসংগিক সুবিধাদিসহ ১টি ড্রেজার নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরণের ২২টি কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে এ বন্দর আরও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নততর করাই বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ২০০১ সালে ১২টি স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে আরো ৮টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে স্থলবন্দরের সংখ্যা ২০টি। তন্মধ্যে বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া ও ভোমরা স্থলবন্দর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার স্থলবন্দর BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, নাকুগাঁও স্থলবন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে যার কার্যক্রম শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে। অবশিষ্ট বন্দরের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ বিগত ৩ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী, আখাউড়া ও নাকুগাও স্থল বন্দরে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ১৫.২৫ একর জমি অধিগ্রহণসহ মোট ২,৭০০ মে. টন মালামাল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি গোডাউন, ১৪,১৬৬ বর্গফুট ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ৫,৮৯,৬৪৫ বর্গফুট ওপেন ইয়ার্ড, ১টি রপ্তানি টার্মিনাল, ১০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি ওয়েব্রীজ, নাকুগাঁও ও ভোমরা স্থলবন্দরে ১৫,৭৪১ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দোতলা অফিস ভবন, ৬,০৮২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দোতলা ব্যারাক ভবন, ৯,৭৯৩ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ডরমিটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বেনাপোল স্থল বন্দরে বাংলাদেশ-ভারত গমনাগমনকারী যাত্রীদের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক মানের ১টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও ১টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.৯ -এ দেখানো হল।

সারণি ১১.৯ঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৫-০৬	৩৪.৯৬	১৮.৪৭	১৬.৪৯
২০০৬-০৭	২০.২৮	১৩.৪৬	৬.৮২
২০০৭-০৮	২২.৬৬	২২.৭৩	-০.০৭
২০০৮-০৯	২৬.৭৪	২৪.৯৭	১.৭৭
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২৩
২০১০-১১	৪১.২	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৭.২৯	১০.৪৯
২০১২-১৩	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫*	৩২.০৯	১৮.৪৫	১৩.৬৪

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর একটি সরকারি রেগুলেটরি সংস্থা। এ সংস্থা প্রধানতঃ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় মৎস্য শিকারী, বিদেশগামী এবং বন্দরে আগমনকারী বিদেশি জাহাজের দুর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশি জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সংস্থার কার্যক্রম নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও

আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসরণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। নৌ-যান পরিচালনায় উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান করে এ অধিদপ্তর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

আন্তর্জাতিক নৌ-পথে চলাচলকারী সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অরগানাইজেশন (আইএমও)-এর হোয়াইট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল দেশে বাংলাদেশি অফিসার ও নাবিকদের নৌ-যানে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নৌ-পথে বাংলাদেশি জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য "লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং(এলআরআইটি)" বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশি নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে "সী ফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল" আইডি কার্ড প্রদান চালু করা হয়েছে যা বাংলাদেশি নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সহজতর করেছে। নৌ যানসমূহের রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, জাহাজি অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, পরীক্ষা ফি, বাতিঘর ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা ইত্যাদি অধিদপ্তরের আয়ের মূল উৎস। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত আয় হয়েছে যথাক্রমে ১৪.৪৩ কোটি টাকা ও ১১.৯২ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১০ -এ দেখানো হল।

সারণি ১১.১০ঃ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০০৫-০৬	৯.৪০	৭.৩৫	৩.৭৩
২০০৬-০৭	৮.৪৫	৭.৪০	৩.৭১
২০০৭-০৮	৮.১৫	৮.০৩	৩.৬৬
২০০৮-০৯	৮.১৫	৯.৫৭	৫.৮২
২০০৯-১০	৯.১৪	১১.৬৬	৪.৬৮
২০১০-১১	১১.৫৭	১২.৫৪	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৪৭	১৩.২৬	৫.৫৭
২০১২-১৩	১৩.২১	১২.৭৪	৫.০৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫*	১২.১০	১১.৯২	৪.৯৮

উৎসঃ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর * ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অবলুপ্ত নৌ-পথ উদ্ধার ও বিভিন্ন নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৪৭১.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৯০.৬৬ কোটি টাকা। অপরদিকে, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে যথাক্রমে ৩২০.৯৪ কোটি টাকা ও ১৭৭.৭৮ কোটি টাকা। বিআইইডব্লিউটিএ-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১১ -এ দেয়া হল।

সারণি ১১.১১ঃ বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/নীট লোকসান
২০০৫-০৬	১১৭.১৫	১৩৪.৪৬	-১৭.৩১
২০০৬-০৭	১২২.০৯	১৪২.৭২	-২০.৬৩
২০০৭-০৮	১২০.২৯	১৩৭.৯৩	-১৭.৬৩
২০০৮-০৯	১৬০.২২	১৬০.৫৩	-০.৩১
২০০৯-১০	১৭৫.৩৩	১৮২.৮৬	-৭.৫২
২০১০-১১	২২৮.০০	২২৯.৫৭	-১.৫৭
২০১১-১২	২৮৯.১৩	২৭৪.৬৯	১৪.৪০
২০১২-১৩	৩০৪.০২	২৮৪.৩৩	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.৯৪	৩৭৮.৪৮	-৫৭.৫৪
২০১৪-১৫*	১৭৭.৭৮	১৬৫.১৯	১২.৫৯

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, * ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত।

যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সহজতর করার লক্ষ্য বিআইডব্লিউটিএ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌ-পথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.১২ -এ দেখানো হলো।

সারণি ১১.১২ঃ বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছরভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০০৫-০৬	৫০.৫৯	১৪.২০	৬৪.৭৯
২০০৬-০৭	১৬.২৮	২০.৪২	৩৬.৭০
২০০৭-০৮	১৭.১৮	১৪.০৭	৩১.২৫
২০০৮-০৯	৯.১১	২৩.৩৫	৩২.৪৬
২০০৯-১০	৫.০০	৩৪.৯৬	৩৯.৯৬
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৮	৪৩.৬২	৬৮.১০
২০১২-১৩	৫১.৯৮	৪৪.৬৬	৯৬.৬৪
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	৫০.৭৩	৪০.৭৯	৯১.৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত।

উল্লেখিত খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম ছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ বিগত ৩ বছরে প্রযুক্তিসম্পন্ন ৮টি ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ; বিভিন্ন ধরনের নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতিসহ (Lighted Buoy, Steel Lighted Buoy, Bridle Chain, Solar Panel ও R.C.C. Sinker প্রভৃতি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপন; মাঝারি ও বড় ধরণের মেরামত শেষে মোট ১৩০টি নানা আকারের পন্টুন বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) সরকারি মালিকানাধীন বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা। ফেরি সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং সিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য বিআইডব্লিউটিসি'র অধীনে বর্তমানে ১৯৪ টি জলযান রয়েছে।

বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিসি ২০০৯-২০১৪ সময়কালে প্রায় ১৯০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ধরণের মোট ১৪টি ফেরী, ৮টি পন্টুন, ৪টি সী-ট্রাক, ১২টি ওয়াটার বাস, ২টি ঘাট পন্টুন এবং ১টি যাত্রীবাহী জাহাজসহ সর্বমোট ৪১টি নতুন জলযান নির্মাণ করে বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োজিত করেছে। এছাড়া, এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে স্বল্প মেয়াদে আরো বিভিন্ন ধরণের ১৪টি নতুন জলযান সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, সংস্থার ফেরী ও যাত্রীবাহী সেক্টরে নতুন ও আধুনিক জলযান সংযোজন এবং জলযান মেরামত খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে '৩৫টি বানিজ্যিক জলযান সংগ্রহ ও ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নবনির্মিত জলযানগুলো ফেরী ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপারে ও ঘাট থেকে জাহাজে যাত্রী উঠানামা আরও নিরাপদ ও সহজতর করেছে। বর্তমানে বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরী বহরের মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন ৬,০০০-৬,২০০ যানবাহন পারাপার সম্ভবপর হচ্ছে। এছাড়া, ৪টি সী-ট্রাকের সংযোজনের ফলে বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে উপকূলবাসীর দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরী ও যাত্রীবাহী জাহাজসহ সংস্থার ৪২টি জাহাজে Vessel Tracking System (VTS) স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে প্রধান কার্যালয় হতে ফেরী ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে নিয়োজিত বিভিন্ন জলযানের অবস্থান সম্পর্কে তাৎক্ষনিক তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে যেকোন অসুবিধা/দূর্ঘটনা তাৎক্ষণিক মোকাবেলাসহ বিআইডব্লিউটিসি পরিচালিত বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, পাটুরিয়া ও মাওয়া সেক্টরে ওয়েব্রীজ ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। ওয়েব্রীজ চালুর সুফল হিসেবে সংস্থার আয় বৃদ্ধিসহ ফেরীতে ওভারলোডেড ট্রাক পারাপার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, খুব শীঘ্রই চাঁদপুর ফেরী ঘাটে আরও ২টি ওয়েব্রীজ চালু করা হবে। পাশাপাশি, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ই-টিকেটিং কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসির জলযান বহরে নতুন জলযানের সংযোজন, পুনর্বাসন এবং আধুনিকায়নের ফলে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৩ -এ বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের তথ্য দেখানো হল।

সারণি ১১.১৩ঃ বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ (+)/লোকসান (-)	সুদ ও অবচয়	নীট লাভ/নীট লোকসান
২০০৫-০৬	১৩৩.৯৭	৮৫.৬৫	৪৮.৩২	২১.১৪	২৭.১৮
২০০৬-০৭	১৪৭.৫৪	৯৯.০৯	৪৮.৪৪	২০.১০	২৮.৩৫
২০০৭-০৮	১৬০.৮৬	১১১.০৫	৪৯.৮১	১৯.৩০	২৮.৫০
২০০৮-০৯	১৭১.৭১	১৩০.২০	৪১.৫১	১৮.৬৪	১৭.৮৬
২০০৯-১০	২০০.১৩	১৫০.১০	৫০.০৩	১৮.৩০	২৮.৭৩
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৫৮.১৮	২১.১০	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	৪৬.২১	২১.৯২	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	১৯০.৯৯	৮১.২২	২৩.১৪	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৮৭.২৫	২০৪.৪২	৮২.৮২	২২.৪৪	৫৭.৩৮
২০১৪-১৫*	১৬৪.৮৭	১২৩.২৯	৪১.৫৭	১৩.৪২	২৬.৬৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, * ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক নৌ-পথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজের সংখ্যা বিক্রির পর এ সংস্থার অধীনে জাহাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮টিতে (৫টি সাধারণ পণ্যবাহী, ১টি কন্টেইনারবাহী ও ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার)। এছাড়া, ইতোমধ্যে পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজ বিক্রয় সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিএসসি'র জাহাজ বহরের সাহায্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মাত্র ৬ শতাংশ পরিবহণ করতে সক্ষম। তবে মোট আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের অধিকাংশ নিজস্ব জাহাজে বহন করাই বিএসসির মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বিএসসি'র আগামীতে বিভিন্ন আকার ও সাইজের আরও জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বিএসসি'র নিজস্ব অর্থায়নে একটি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার ও জয়েণ্ট ভেঞ্চারে একটি মাদার ট্যাঙ্কার এবং চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি (৩টি প্রোডাক্ট ক্যারিয়ার ও ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার) নতুন জাহাজ ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ১৪ পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৪ -এ দেখানো হল।

সারণি ১১.১৪ঃ বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয় (অবচয় ও সুদসহ)	নীট লাভ/ (লোকসান)	অবচয় ও সুদ	অবচয় ও সুদ সহ লাভ/ (লোকসান)
২০০৫-০৬	৩২৪.০৭	২৯৩.২০	৩০.৮৭	১৬.৩৮	৪৭.২৫
২০০৬-০৭	২৯৪.৪১	২৭৮.৪৫	১৫.৯৬	১৫.৯৮	৩১.৯৪
২০০৭-০৮	৪১৬.২৯	৩৬৯.৬১	৪৬.৬৮	১৬.৭৩	৬৩.৪১
২০০৮-০৯	২৭৬.৭৪	২৮৭.০০	(১০.২৬)	১৮.৯৯	৮.৭৩
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪	১৭.১৬	৩০.৫০
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৩	১৪.৪৭	১৬.৩০
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬	১৩.২৪	১৪.৭০
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩	১৭.৮৯	১৯.৫২
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭	১১.৫৮	১৪.৯৪
২০১৪-১৫	৬৫.৪৮	৭৪.২০	(৮.৭২)	৫.৭৫	(২.৯৭)

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, * ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত। বন্ধনির সংখ্যসমূহ লোকসান নির্দেশ করে।

ঘ. বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমানের যাতায়াতের জন্য বিমান চলাচলের অবকাঠামো স্থাপন ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশের আকাশ সীমায় চলাচলকারী দেশি বিদেশি বিমানের সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমান বন্দর, এয়ারট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সার্ভিস ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করে থাকে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর পরিচালনা করছে। এছাড়াও ২টি স্টল পোর্ট রয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতায় ১২টি বিমান বন্দর ও স্টল পোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর ও ২টি স্টল পোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। উক্ত সংস্থার ২০০৫-০৬ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত আয়, ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ সারণি ১১.১৫ -এ দেখানো হল।

সারণি ১১.১৫ঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০৫-০৬	৩১৬.৬৭	১৭৯.১৮	১৩৭.৪৯
২০০৬-০৭	২৮৭.১৫	১৯৭.৪০	৮৯.৭৫
২০০৭-০৮	৩০১.৫০	২০৭.৫৪	৯৩.৯৭
২০০৮-০৯	৪১২.৪৯	২০৩.৬১	২০৮.৮৮
২০০৯-১০	৫৫১.১৫	২৫৮.২০	২৯২.৯৫
২০১০-১১	৫৯৫.১৯	৩১৫.৭৮	২৭৯.৪১
২০১১-১২	৭৩১.৮৭	৩৩৭.৪৩	৩৯৪.৪৪
২০১২-১৩	৭৮৩.২৪	৩৩৭.৮৬	৪৪৫.৩৭
২০১৩-১৪	১০২৬.২৮	৪২৭.৬৮	৫৯৮.৬০
২০১৪-১৫*	৭৭১.৩৪	৩১৩.৯৮	৪৫৭.৩৬

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা কর্তৃক আরোপিত Significant Safety Concern প্রত্যাহারে সরকার সফল হয়েছে। ফলে বাংলাদেশি নতুন এয়ারলাইন্স নির্বিঘ্নে দেশের বাইরে যে কোন গন্তব্যে চলাচল করতে পারবে। আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলের জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ রিজেন্ট এয়ারওয়েজকে ইতোমধ্যে Air Operator Certificate প্রদান করে এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য নোভো-এয়ারকে অনাপত্তি সনদ প্রদান করে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আকাশ পথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে এবং এর মূল নেটওয়ার্ক বজায় রেখেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ২টি এবং আন্তর্জাতিক ১৬টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে বিমান সার্কভুক্ত দেশে ২টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৪টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপে ২টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। সারণি ১১.১৬ -এ ২০০৫-০৬ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেয়া হল।

সারণি ১১.১৬ঃ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীটমুনাফা/(লোকসান)
২০০৫-০৬	২,৬৫৩.৭৩	৩,১০৮.৪৪	(৪৫৪.৭১)
২০০৬-০৭	২,৪৬৩.৬৭	২৭৩৫.৮৪	(২৭২.১০)
২০০৭-০৮	২,৯৭৯.৪৩	২,৯৭৩.৫২	৫.৯১
২০০৮-০৯	৩,০৩৯.৭০	৩,০২৪.১২	১৫.৫৮
২০০৯-১০	২৯৪৮.০৩	২৯৯৪.০৫	(৪৬.০২)
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	(২২৪.১৬)
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	(৫৯৪.২১)
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	(২৮৫.৬৩)
২০১৩-১৪	৩৭৬০.১২	৩৯৫৮.৯২	(১৯৮.৮০)
২০১৪-১৫*	২৬৮২.৬২	২৪৩৭.৪৬	২৪৫.১৬

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত। নোটঃ বন্ধনির সংখ্যাসমূহ লোকসান নির্দেশ করে।

বর্তমানে বিমানবহরে মোট ১০টি উড়োজাহাজ রয়েছে, এর মধ্যে ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর, ২টি এ৩১০-৩০০, ২টি ৭৭৭-২০০ইআর এবং ২টি ৭৩৭-৮০০। বাংলাদেশ বিমান যাত্রী পরিবহণ সংকট উত্তরণ এবং বিমান বহর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের ১০ টি

উড়োজাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে বিমান ও উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য ১০টি বিমানের প্রথম চালান ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর ইতোমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। বোয়িং কোম্পানী অবশিষ্ট ২টি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ আগামী নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০১৫ সালে এবং ৪টি ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজ ২০১৯/২০২০ সালে বিমানের নিকট হস্তান্তর করবে।

ঙ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর নির্বিশেষে সবার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০২ সাল হতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিটিআরসি গঠনের পর টেলিকম সেক্টরকে উদারীকরণ করার ফলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার (যা ১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন পলিসিতে পরবর্তী ১০ বছরে টেলিফোনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১০০ জনের জন্য ১০টি টেলিফোন ধরা হয়েছিল) চেয়ে অনেক বেশি হয়। এছাড়া, বিটিআরসি'র ব্যবস্থাপনার ফলে ৩জি প্রযুক্তির প্রবর্তন, ভয়েস কল ও এসএমএস এর ট্যারিফ হ্রাস, আন্তর্জাতিক বহির্গামী কলের ট্যারিফ হ্রাস, আন্তর্জাতিক ইনকামিং কলের পরিমান বৃদ্ধি, টেলিফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহক বৃদ্ধিসহ সর্বোপরি দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সামর্থ ও অবকাঠামোর সমন্বয় করা সম্ভবপর হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিফোন বিশেষ করে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ধারনার চাইতে অনেক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ফেব্রুয়ারি, ২০১৫-এ মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি অতিক্রম করেছে। সারণি ১১.১৭ -এ ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সড ফোনে মোট গ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধির হার, ইন্টারনেট ইউজার, টেলিঘনত্ব প্রভৃতি এবং সারণি ১১.১৮ -এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক সংখ্যা দেখানো হল।

সারণি ১১.১৭ঃ মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্বের বিবরণ

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.২৬
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০	০.১১	০.১১
মোট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪	১১.৫৯	১২.৩৭
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.৩৪
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৯.৩০

সূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

সারণি ১১.১৮ঃ বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা

ক্রঃ নং	অপারেটর	গ্রাহক* (কোটি)
১.	গ্রামীন ফোন লিমিটেড (জিপি)	৫.১৬
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩.১৫
৩.	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (রবি)	২.৬৪
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড (এয়ারটেল)	০.৭৯
৫.	প্যাসেফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)	০.১২৬
৬.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.৩৯২
	মোট	১২.২৬

সূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়াও তথ্যের দ্রুত আদান প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি স্তরেই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ১,০০৫.০২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১,৩৮৪.৫৯ কোটি টাকা, যা ২০১৪-০৫ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত (ক্যাশভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী) রাজস্ব আয় হয়েছে ৩৬৮.৪১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪০১.২৮ কোটি টাকা। বিটিসিএল সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে থাকে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিটিসিএল-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৯ -এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১১.১৯ঃ বিটিসিএল-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০০৫-০৬	১৭৭২	১৩১৬.২৮	৮২৪.৫৬
২০০৬-০৭	১৯০৩	১৬৬৬.৭১	৯২৮.৫১
২০০৭-০৮	১৯২৭	১৫৬৫.৩৩	১৭৫৪.৯১
২০০৮-০৯	১৫০০	১৭১৯.৬৮	১৬২১.৭৭
২০০৯-১০	১৫৮৩	১২৪০.৫০	১৩৪২.৭৩
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০.৪৩	১৬৭৫.৮৫
২০১১-১২	১৭৬০	১৯০৫.০৫	১৯২২.২৪
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১.৪০	১৭৫৬.২৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫.০২	১৩৮৪.৫৯
২০১৪-১৫*	৮৪৮	৩৬৮.৪১	৪০১.২৮

উৎসঃ বিটিসিএল, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। * ২০১৪-১৫ এর আয়-ব্যয় জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত (ক্যাশভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী)।

বিটিসিএল এর টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবাঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে বিটিসিএল এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি ছিল ১৪.৫৫ লক্ষ এবং সংযোগ ছিল ৮.০৩ লক্ষ। এ সময় ৪৬টি জেলায় ২৫৬ কেবিপিএস থেকে ১.৫ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট ক্যাপাসিটি ৮৯ হাজার ও সংযোগ ছিল ১৭,০২২টি। এছাড়া, বিটিসিএল সম্প্রতি জিপন প্রযুক্তির নতুন ইন্টারনেট সেবা চালু করেছে। এতে অপটিকাল ফাইবারের মাধ্যমে গ্রাহকে ১ এমবিপিএস থেকে ৪ এমবিপিএস পর্যন্ত ইন্টারনেট সংযোগসহ টেলিফোন সেবা দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, বিটিসিএল এ বর্তমানে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প যথাঃ (১) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প; (২) ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিকাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প এবং (৩) উপজেলা পর্যায়ে অপটিকাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (২৯০ উপজেলা) প্রভৃতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন একটি উদীয়মান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী যেটি SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাবমেরিন কেবল্ ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদান করছে এবং বাংলাদেশের সরকারের রাজস্ব আয়ে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধনী) ordinance 2008 এর 5B ধারা বলে ল্যান্ডিং স্টেশনসহ সাবমেরিন ক্যাবলকে অধুনালুপ্ত বিটিটিবি থেকে আলাদা করে 'বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল)' নামক একটি নতুন কোম্পানী গঠন করা হয়।

এ সংস্থার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আয় ছিল ৯৪.৭৮ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত আয় দাঁড়িয়েছে ৩২.৯২ কোটি টাকায়। সারণি ১১.২০ -এ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি দেখানো হল।

সারণি ১১.২০ঃ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ *
রাজস্ব আয়	৪৩.৬৮	৬০.৮২	৮৫.০২	১২৫.৫০	১৪৪.১৫	৯৪.৭৮	৩২.৯২
রাজস্ব ব্যয়	৩২.১৩	২৫.৯৬	৩০.৫৪	৪২.৩৭	৩৪.৫৬	৪৫.৯৭	২৫.৬৬
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	১১.৫৫	৩৪.৮৬	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	০৭.২৬

উৎসঃ বিএসসিসিএল *ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- **ব্যান্ডউইথের মূল্যঃ** ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ও সাবমেরিন কেবলে্ ওয়েট সেগমেন্টের মূল্য সরকার কর্তৃক কয়েক দফা কমানোর ফলে ইন্টারনেটের ব্যবহার জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টানেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং আইটিভিত্তিক সার্ভিসের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এছাড়া, ব্যান্ডউইথ এর মূল্য আরও ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমানোর প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- **ব্যান্ডউইথ ব্যবহারঃ** বিগত পাঁচ বছরে সাবমেরিন কেবলে্ ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ৭.৫ Gbps হতে বেড়ে ডিসেম্বর, ২০১৩ তে প্রায় ৩৮ Gbps হয়। ৬টি ITC কার্যক্রম শুরু করায় বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার কিছুটা কম ব্যবহৃত হচ্ছে যা বর্তমানে ৩০.৫৭ Gbps দাঁড়িয়েছে। তবে দেশের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএসসিসিএল গ্রাহক পর্যায়ে ব্যান্ডউইথ এর মূল্য কমানোর পদক্ষেপ নেওয়ায় বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইথ এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **আপগ্রেড-৩ এর মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধিঃ** বিএসসিসিএল কর্তৃক ব্যান্ডউইথের চাহিদা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নতুন IIG, IGW-সহ, Wimax, 3G সার্ভিসসমূহের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে অনেক ব্যান্ডউইথের চাহিদা সৃষ্টি হবে। এ কারণে SMW-4 কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-3 প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিএসসিসিএল দেশের ব্যান্ডউইথ সম্পদ বৃদ্ধি করার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। বিএসসিসিএল'র নিজস্ব অর্থায়নে বিনিয়োগকৃত ব্যান্ডউইথ সম্প্রসারণ প্রকল্পের (ল্যান্ডিং স্টেশনঃ কক্সবাজার) দ্বারা বিদ্যমান SMW-4 কেবলে্ ব্যান্ডউইডথের রিজার্ভ ৪৪.৬০ Gbps হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ Gbps এ উন্নীত হয়েছে।
- **দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল সংযুক্তকরণঃ** বিএসসিসিএল বাংলাদেশে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল সংযোগের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে SMW-5 কনসোর্টিয়ামের সাথে সরকার কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কনসোর্টিয়াম পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ SMW-5 সাবমেরিন কেবলে্ সংযুক্ত হলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য আদান-প্রদান, বিকল্প সংযোগ নিশ্চিত হওয়াসহ বাংলাদেশ প্রায় ১৩০০ গিগাবিট পার সেকেন্ড ব্যান্ডউইথ অর্জন করবে এবং নির্মিতব্য সাবমেরিন কেবলটি ২০১৬ সাল নাগাদ Operation-এ যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের ল্যান্ডিং স্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ডাক বিভাগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর। ডাক দ্রব্যাদি গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি ডাক বিভাগের মূল কাজ। এই প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কাছে ন্যূনতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সংগে ডাক সেবা প্রদান করা।

ডাক বিভাগের নিজস্ব সেবাসমূহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত। এর পাশাপাশি ডাক বিভাগ জনগণের জন্য আরো অনেকগুলো সেবা প্রদান করে। যেমন পার্সেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), রেজিস্ট্রেসন, বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও

আন্তর্জাতিক), ভিপিপি, মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, ইএমএস সার্ভিস, ইন্টেল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস), রেজিঃ নিউজ পেপার ও ই-পোস্ট প্রভৃতি।

ডাক বিভাগ নিজস্ব সার্ভিসের পাশাপাশি এজেন্সি সার্ভিসও প্রদান করে থাকে। এজেন্সি সার্ভিসসমূহ সম্পন্ন করার বিনিময়ে ডাক বিভাগ একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন পায়। ডাক বিভাগের এজেন্সি সেবাগুলো হলোঃ ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব), ডাক জীবন বীমা, সঞ্চয়পত্র (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), প্রাইজবন্ড (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বিড়ির ব্যান্ডরোল বিক্রয়, সরকারের অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ প্রভৃতি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ডাক বিভাগের মোট রাজস্ব প্রাপ্তির ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রায় ২৪১.২৬ কোটি টাকা ও ৪১৮.৪০ কোটি টাকা। যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়ায় যথাক্রমে প্রায় ২১৯.১৩ কোটি টাকা ও ৪৪৮.৪৬ কোটি টাকা।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে চিঠিপত্রের সংখ্যা ৭৩.৬৬ লক্ষ; অভ্যন্তরীণ মানি অর্ডার সংখ্যা ও টাকার পরিমান যথাক্রমে ৪.৯৬ লক্ষ এবং ১৪৮.১৯ কোটি টাকা; ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সংখ্যা ও টাকার পরিমান যথাক্রমে প্রায় ১২,৮৬,৪৮৬টি এবং ১,০৬১.৬১ কোটি টাকা; বৈদেশিক মানি অর্ডারের সংখ্যা ও টাকার পরিমান যথাক্রমে ২৯০টি এবং ১.৯০ কোটি টাকা; ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা ও উঠানোর পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৪,৯৩৭ কোটি টাকা এবং ৪,৪৪৬ কোটি টাকা; সঞ্চয় পত্র বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৭,১৪৯ কোটি টাকা এবং ২,৩২৮ কোটি টাকা; এবং ডাক জীবন বীমা খাতে প্রিমিয়াম আদায় ও খরচের পরিমান যথাক্রমে প্রায় ৮১.২৩ কোটি টাকা এবং ১১৪.২৪ কোটি টাকা উল্লেখযোগ্য।

তথ্য প্রযুক্তি

রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষমাত্রা ও জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (MDG) এর সাথে সংগতিপূর্ণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা আইসিটি বিভাগ কর্তৃক সংশোধন করা হচ্ছে।

১০টি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নীতিমালায় আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। আইসিটি বিভাগ এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি (বিএইচটিপিএ), কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে বেশ কিছু আশু করণীয় কাজ বিশেষ করে ই-গভর্নেন্স, ডিজিটাল সিগনেচার, আইটি/এসটিপি পার্ক এবং ই-সার্ভিস প্রভৃতি কার্যক্রম চালু করেছে। ফলে বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধ, রেলের টিকেট ক্রয় ও আসন সংক্রান্ত তথ্য, দুর্যোগের আগাম বার্তা এবং চিনি কলের পুঁজির খবর, বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার ফলাফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম প্রভৃতি সেবা গ্রহণ সহজতর হয়েছে।

সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প ও অর্থনীতির প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, সর্বোপরি ৬৪ জেলায় 4th Generation broadband সার্ভিসের সম্প্রসারণসহ মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার আইসিটি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে আইসিটি বিভাগের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ

- লার্নিং এন্ড আর্নিং কর্মসুচি
- ফ্রিল্যান্সার টু এন্টারপ্রেনিউর ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি
- বাড়ি বসে বড়লোক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

- সাইবার নিরাপত্তা কর্মসূচি
- ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ কর্মসূচি
- জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি
- এবং জাতীয় ৪ টায়ার ডাটা সেন্টার (4TDC) প্রভৃতি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা প্রদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাসমুহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি ৭৫৬ টি পদ সম্বলিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গঠন করা হয়েছে।

কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)

দেশে ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-গভর্নেন্স অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে আইসিটি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর ১৮ নং ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authority) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সিসিএ হতে ২০১১ সালে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়া, জানুয়ারি, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কে সরকারি সিএ হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবেঃ

- সরকারি দপ্তরসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ডিজিটাল এনক্রিপশন চালুর মাধ্যমে সরকারি তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করা যাবে।
- ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়-এর মাধ্যমে দেশে ই-কমার্স, ই-গভর্নেন্স, ই-পেমেন্ট, ই-লেনদেন, ই-ট্যাক্স রিটার্ন এবং ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন সহজতর হবে। ই-কমার্স চালুর লক্ষ্যে নিরাপদ পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করা সম্ভব হবে।
- ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হলে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল তথ্য প্রযুক্তিতে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলোঃ

- জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রমসহ সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন। এ ডাটা সেন্টারে ২৫০ ওয়েবসাইট ও ১৩০ মেইল সার্ভিস হোস্টিংসহ জাতীয় ই-সার্ভিস সিস্টেম (এনইএসএস), ন্যাশনাল আইডি, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অন্তর্ভূক্তকরণ;
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৩,৫৪৪ টি কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা;
- জেলা ই-সেবা কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন;
- দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা গ্রহণ;

- দেশে ই-গভর্নমেন্ট এর সুষ্ঠু এবং সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা, ঢাকাস্থ ১১৪ টি দপ্তর এবং ৬৪ টি জেলা প্রশাসকের অফিস এবং ৬৪টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরকে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে BanglaGovNet শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান;
- ২৫,০০০ টি ট্যাবলেট পিসি সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ;
- সকল জেলা ও উপজেলাকে একই VPN নেটওয়ার্ককে কানেক্ট করার উদ্যোগ গ্রহণসহ সচিবালয় ও বিসিসি'তে ওয়াইফাই জোন স্থাপণ;
- আইসিটিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- জাতীয় আইসিটি ইন্ট্রার্নসিপ কর্মসূচি গ্রহণ; আইসিটি বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশে আইসিটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ই-গভর্ণেন্স প্রবর্তন এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা কল্পে বিশ্ব ব্যাংক এর সহায়তায় 'Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের আইসিটি শিল্পের জন্য ৩০ হাজার জনবল উন্নয়ন;
- Capacity Building on ITEE Management Project -এর আওতায় ২০১৩-১৪ সালে মোট ৪৭ জন অংশগ্রহণকারী IT Engineers Examination (ITEE) Certificate অর্জন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ)

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে আওতাধীন ২০১০ সালে গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যা সরকারের 'ভিশন ২০২১' অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিশ্বমানের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করারই বিএইচটিপিএ'র মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশে হাই-টেক পার্ক, সফট্ওয়ার টেকনোলোজি পার্ক (এসটিপি), আইসিটি বিজনেস্ ইনকিউবেটর স্থাপণসহ আইটি সমৃদ্ধ সেবা প্রদান প্রভৃতি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ) দায়িত্ব।

এ প্রেক্ষিতে হাই-টেক পার্ক/এসটিপি/আইটি পার্ক স্থাপণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার নিমিত্ত বিএইচটিপিএ ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মধ্যে কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক, জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক, যশোর সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক, ১২টি স্থানে ১২টি আইটি পার্ক স্থাপন এবং নাটোর ফি-ল্যান্সার ইনস্টিটিউট উল্লেখযোগ্য। আশু ভবিষ্যতে এ সকল উদ্যোগ ও কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও আইটি দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমশক্তির জন্য বিপুল সংখ্যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি, আইটি/আইটিইএস সেক্টরে নতুন নতুন উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।